



## 21311 - মুহররম মাসে অধিকি নফল রোজা রাখার ফজলিত

### প্রশ্ন

মুহররম মাসে অধিকি রোজা রাখা কিসুনত? অন্য মাসরে উপর এ মাসরে কিকোন বশিষেতব আছে?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আরবী মাসগুলোর প্রথম মাস হচ্ছে- মুহররম। এটি চারটি হারাম মাসরে একটি। আল্লাহ তাআলা বলেন: “নশিচয় আল্লাহর নকিট, লওহে মাহফুজে (বছরে) মাসরে সংখ্যা বারটি আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি হারাম (সম্মানতি)। এটাই সরল বধিান। সুতরাং এ মাসগুলোতে তোমরা নিজদেরে প্রতিজ্ঞা করো না।”[সূরা তওবা, আয়াত: ৩৬]

সহি বুখারি (৩১৬৭) ও সহি মুসলিম (১৬) এ আবু বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: “আল্লাহ আসমান-জমনি সৃষ্টিকালে সময়কো ঠিক যতোবে সৃষ্টিকরছেন এখন সময় সে অবস্থায় ফরি এল। বছর হচ্ছে- বার মাস। এর মধ্যে চার মাস- হারাম (নষিদিধ)। চারটির মধ্যে তিনটি ধারাবাহিক: যুলক্বদ, যুলহজ্জ ও মুহররম। আর হচ্ছে- (মুদার গোত্ররে) রজব মাস; যটে জুমাদাল আখরো ও শাবান মাস এর মধ্যবর্তী।”

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, রমজানের পর সবচেয়ে উত্তম রোজা হচ্ছে মুহররম মাসরে রোজা। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “রমজানের পর সবচেয়ে উত্তম রোজা হচ্ছে- আল্লাহর মাস ‘মুহররম’ এর রোজা। আর ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে উত্তম নামায হচ্ছে- রাতরকিলীন নামায।”[সহি মুসলিম (১১৬৩)]

হাদসি: ‘আল্লাহর মাস’ বলে মাসকো আল্লাহর সাথে সম্বন্ধতি করা হয়েছে মাসটির মর্যাদা তুলে ধরতে। আল-ক্বারী বলেন: হাদসি থেকে বাহ্যতঃ মনে হচ্ছে- গোটা মুহররম মাস (রোজা রাখা) উদ্দেশ্য। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি রমজান ছাড়া আর কোন মাসরে গোটা সময় রোজা রাখেননি। তাই এ হাদসি এ অর্থ গ্রহণ করতে হবে যে, মুহররম মাসে অধিকি রোজা রাখার ব্যাপারে উদ্ভুদ্ধ করা হয়েছে; গোটা মাস রোজা রাখা নয়।

আল্লাহই ভাল জানেন।